মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১১

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ

মহাপরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ

অক্টোবর ২০১১ইং

প্রচার সংখ্যা ঃ

২০০০ কপি

মূদ্রণে ঃ

বৈশাখী এন্টারপ্রাইজ

১৩৪, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট

কাটাবন, ঢাকা-১০০০।

মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১১

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ গ্রামে বাস করে। এদের এক বিরাট অংশ দরিদ্র, ভূমিহীন ও বেকার। গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, মৎস্য চাষি, দুঃস্থ মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলার অনেকেই আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মৎস্য চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। তফসিলী ব্যাংক বা প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জামানত না থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা হতেও এরা বঞ্চিত।

দেশে উন্নত প্রযুক্তিতে চাষোপযোগী বিপুল সংখ্যক বদ্ধ ও আধা-বদ্ধ পুকুর-দিঘি, ঘের, খাল-বিল, ডোবা-নালা, বাঁওড়, বরোপিট, ক্রিক, বর্ষা-প্লাবিত ধানতে, প্লাবনভূমি, ইত্যাদি জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এ সব জলাশয়ে প্রান্তিক চাষি, মৎস্যজীবী, দুঃস্থ মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মৎস্য বলতে সব ধরনের মাছ, স্বাদু ও লোনা পানির চিংড়ি, কচ্ছপ, কাছিম, কাঁকড়া শামুক জাতীয় জলজ প্রাণী, ব্যাঙ ও এসব প্রাণীর জীবনচক্রের যে কোন ধাপ, এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন জলজ প্রাণী-কে বুঝাবে।

দেশব্যাপী চাষোপযোগী ও সম্ভাবনাময় জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে সরকারের নিজস্ব অর্থে **মৎস্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি** (অতঃপর **ঋণ কর্মসূচি** বলে উল্লিখিত) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. গ্রামীণ দরিদ্র চাষি, দুঃস্থ মহিলা, দরিদ্র বেকার যুবক ও যুব-মহিলা এবং মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁদেরকে সম্ভাবনাময় সরকারি-বেসরকারি জলাশয়ে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্য চাষ এবং এতদসম্পর্কিত বিকল্প কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।

২.২. সম্ভাবনাময় সরকারি-বেসরকারি জলাশয় সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন কাঙ্খিত হারে বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি।

২.৩. জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন।

৩. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র

দেশের মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ঋণ প্রদান করা যাবে।

৩.১. মৎস্য চাষ এবং

৩.২. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম, যথা- মাছের খাদ্য উৎপাদন, জাল তৈরি, খাঁচায় মৎস্য চাষ, পেনে মৎস্য চাষ,ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং অন্যান্য উপযোগী পেশা।

৪. ঋণ কর্মসূচি এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশ।

৫. ঋণ কর্মসূচির সুফলভোগী

উদ্যোগী মৎস্য চাষি, বেকার, যুবক ও যুব মহিলা, দুঃস্থ মহিলা [স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা, দরিদ্র মহিলা], মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য, মৎস্যজীবী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে উল্লিখিত অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ভিটে বাড়ী ছাড়া ন্যূনতম ২০ শতাংশ জলাশয়ের অধিকারী হতে হবে। মহিলা সুফলভোগীদের এ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৬. ঋণ প্রাপ্যতার উপযুক্ততা

৬.১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;

৬.২. নিজস্ব মালিকানা বা ইজারার মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ শতাংশ জলাশয়ের ভোগ দখলদার হতে হবে;

৬.৩. প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নত চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রুপভিত্তিতে অথবা একক উদ্যোগে মৎস্য চাষ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বা এতদসংক্রান্ত বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী হতে হবে;

৬.৪. মৎস্য চাষ উন্নয়ন বা বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে;

৬.৫. গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রতি একর জলাশয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন সুফলভোগী নির্বাচন করা যাবে। মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষি, দুঃস্থ মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলা ঋণ পাওয়ায় অগ্রাধিকার পাবে।

৭. মৎস্য ঋণ তহবিল গঠন

৭.১. মৎস্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাজস্ব খাত হতে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে মৎস্য ঋণ তহবিল গঠিত হবে।

৭.২. মৎস্য অধিদপ্তরের সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোপূর্বে প্রদানকৃত ঋণের আদায়কৃত অর্থ মৎস্য ঋণ তহবিল-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮. কার্যক্রমের জন্য জলাশয় নির্বাচন

৮.১. সরকারি বা কোন সংস্থার আওতাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন (একক/যৌথ) বাৎসরিক ও মৌসুমী পুকুর-দিঘি, ঘের, ধানতে, বরোপিট, ক্রিক, সেচ প্রকল্প এলাকা।

৮.২. বদ্ধ খাল, বিল, বাঁওড়, মরা নদী, প্লাবনভূমি, বর্ষাপ্লাবিত ধানতে এবং সমন্বিত/সমাজভিত্তিক মাছ চাষ উপযোগী জলাশয় (যেখানে কমপক্ষে বছরের ৫-৬ মাস পানি থাকে)।

৮.৩. পেন বা খাঁচায় মাছ চাষ করা যায় এরূপ জলাশয়।

৮.৪. ইজারাকৃত জলাশয়ের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের সময় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর উক্ত জলাশয় ইজারাধীন আছে এমন ইজারা চুক্তির দলিল দাখিল করতে হবে।

৮.৫. বহুমালিকানাধীন জলাশয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ বছর উক্ত জলাশয় কোন একক অংশীদার বা অনুর্ধ ৩ জন অংশীদারকে পরিচালনার কর্তৃত্ব প্রদান বা ইজারা প্রদান করতে হবে।

৮.৬. বন্যামুক্ত পুকুর-দিঘি এবং বদ্ধ জলাশয় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

৯. স্কিম নির্বাচন, ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ পদ্ধতি

৯.১. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার এই কর্মসূচির আলোকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের মধ্যে স্কীমভিত্তিক ঋণের আবেদন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করবেন।

৯.২. যাচাই-বাছাইয়ের পর উপযোগী আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/ উপজেলা মৎস্য অফিসার যথাসময়ে উপজেলা মৎস্য ঋণ কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন।

৯.৩. উপজেলা মৎস্য ঋণ কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়নপূর্বক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত স্কীমসমূহের অনুকূলে প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ অনুমোদন করবেন।

৯.৪. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে ক্রসড্ চেকের মাধ্যমে অনুমোদিত ঋণ বিতরণ করবেন।

১০. চুক্তি সম্পাদন

১০.১. ঋণ গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সুফলভোগী গ্রুপকে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সাথে ১৫০.০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১১. ঋণের অর্থ বিতরণ ও সঞ্চালন পদ্ধতি

১১.১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুকূলে ক্রসড্ চেকের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবেন।

১১.২. ইতোপূর্বে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প/ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের জন্য পরিচালিত সকল ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে উপজেলা সদরে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ব কোন ব্যাংকে **"মৎস্য ঋণ তহবিল- মূলধন"** শিরোনামে একটি চলতি হিসাব এবং **"মৎস্য ঋণ তহবিল- সার্ভিস চার্জ"** শিরোনামে অন্য একটি **সঞ্চয়ী হিসাব** খুলতে হবে। উল্লিখিত হিসাব দুইটিতে যথাক্রমে ইতোপূর্বে প্রদত্ত প্রকল্প/ক্ষুদ্র ঋণের আদায়কৃত সমূদয় মূলধন ও সার্ভিস চার্জ স্থানান্তর করতে হবে।

১১.৩. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে উল্লিখিত দুইটি নতুন ব্যাংক হিসাব খুলে তাতে অর্থ স্থানান্তর সম্পন্ন করবেন। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসারের একক স্বারে উক্ত হিসাব দুইটি পরিচালিত হবে।

১১.৪. সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের যে সব হিসাব বন্ধ করা হবে, সেগুলোর সর্বশেষ লেনদেন পর্যন্ত ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট সংরণ ও তার সত্যায়িত অনুলিপি যথাযথ কর্তৃপরে মাধ্যমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রেরণ করতে হবে।

তবে ঋণ ও সার্ভিস চার্জের অর্থ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্কীমের বিপরীতে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার এবং সুফলভোগীর যৌথস্বারে পরিচালিত হিসাবসমূহ যথারীতি চালু থাকবে।

১১.৫. সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের ঋণ ও সার্ভিস চার্জের অর্থ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচির স্ব স্ব নিয়মেই উক্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উল্লিখিত প্রকল্প বা কর্মসূচি-র আদায়কৃত ঋণ ও সার্ভিস চার্জ নতুন খোলা ব্যাংক হিসাব দুইটি **(মৎস্য ঋণ তহবিল- মূলধন** এবং **মৎস্য ঋণ তহবিল- সার্ভিস চার্জ)**-তে জমা করতে হবে।

১১.৬. উপজেলা মৎস্য ঋণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ সুফলভোগী দলের সভাপতি/সুফলভোগীর অনুকূলে ক্রসড্ চেকের মাধ্যমে এককালীন বিতরণ করতে হবে।

১১.৭. প্রতিটি সুফলভোগী দল অথবা একক ক্ষেত্রে সুফলভোগী রাষ্ট্রায়ত্ত কোন ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলবেন। ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যদি উক্ত ব্যক্তির কোন ব্যাংক হিসাব থাকে তবে তাঁর হিসাব খোলার প্রয়োজন নেই। উভয়ক্ষেত্রে ঋণের আবেদনপত্রে ব্যাংক একাউন্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে। গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুফলভোগী গ্রুপের সভাপতি এবং অপর একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে।

১১.৮. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার **মৎস্য ঋণ তহবিল- মূলধন** হিসাব হতে অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ ক্রসড্ চেকের মাধ্যমে সুফলভোগী গ্রুপ বা সুফলভোগীকে প্রদান করবেন।

১১.৯. উপজেলা ঋণ কমিটির মাধ্যমে মঞ্জুরকৃত ঋণের চেক বিতরণ করতে হবে।

১২. সুফলভোগী প্রশিক্ষণ

১২.১ সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি হতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ এবং এই নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত ঋণ হতে প্রাপ্ত ২% সার্ভিস চার্জ দিয়ে সুফলভোগীদের মৎস্য চাষ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং এতদসম্পর্কিত আয়বর্ধক কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

১৩. ঋণ কর্মসূচিতে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি প্যাকেজ

ক) কার্প মিশ্রচাষ

খ) মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ

গ) কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ

ঘ) কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্রচাষ

ঙ) নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

চ) নার্সারিতে গলদা/বাগদা চিংড়ির জুভেনাইল উৎপাদন

ছ) গলদা/বাগদা চিংড়ি চাষ

জ) সরপুঁটির চাষ

ঝ) সমন্বিত মাছ চাষ

ঞ) কাকড়া মোটাতাজাকরণ

ট) স্থানীয়ভাবে উপযোগী অন্য কোন মৎস্য চাষ প্রযুক্তি।

১৪. ঋণের বিপরীতে জামানত

১৪.১ পুকুরের বা জলাশয়ের মাছ জামানত হিসেবে গৃহীত হবে।

১৫. ঋণ আবেদনপত্রের সাথে দেয় দলিল পত্রাদি ও শর্তাদি

১৫.১. মালিকানাধীন পুকুরের ক্ষেত্রে পুকুরের মালিকানার প্রমাণপত্র;

১৫.২. ইজারাকৃত জলাশয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড ইজারা চুক্তি;

১৫.৩. বহুমালিকানাধীন জলাশয়ের ক্ষেত্রে জলাশয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্ব পত্র।

১৫.৪. ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী প্রতিপালন নিশ্চিত করার নিমিত্ত ১৫০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।

১৬. ঋণের পরিমাণ এবং সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ

১৬.১. ঋণ কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন প্যাকেজের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

১৬.২. ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। গ্রুপের ক্ষেত্রে জলাশয়ের আয়তন ২ একরের বেশি হলে ১০০০০০ (এক ল) টাকা পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন করা যাবে।

১৬.৩. ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে পরিচালনা ব্যয় বাবদ প্রদত্ত ঋণের মূলধনের ওপর ৫% সরল হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে।

১৬.৪. আদায়কৃত ৫% সার্ভিস চার্জ থেকে ২% সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ, ঋণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট মামলা পরিচালনা, রেজিস্টার ক্রয় ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করা যাবে, বাকী ৩% ঋণ তহবিলে জমা হবে।

১৭. ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়

১৭.১. ঋণ বিতরণের পর ১৩শ মাসের প্রথম দিনে ঋণের ১ম কিস্তি প্রদেয় হবে। প্রদত্ত ঋণের মূলধন ও প্রাপ্য সার্ভিস চার্জ সর্বাধিক ৬টি সমান কিস্তিতে আদায় করা হবে।

১৭.২. ঋণ গ্রহীতাগণ আদায়যোগ্য ঋণের টাকা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অনুর্ধ ৫ কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাগণ আনুপাতিক হারে সার্ভিস চার্জ রেয়াত পাবেন।

১৭.৩. বিশেষ কোন জটিলতার কারণে নির্ধারিত কোন স্কীম বাস্তবায়ন করা না গেলে উপজেলা ঋণ কমিটি উক্ত অর্থ দ্বারা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবেন।

১৮. পুনঃঋণ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা

১৮.১. ঋণ কর্মসূচির আদায়কৃত অর্থ আবর্তক তহবিল হিসেবে গণ্য হবে এবং সুফলভোগীদের মাঝে পুনঃ পুনঃ ঋণ প্রদান করা যাবে।

১৮.২. প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবরে ব্যাংক ষ্টেটমেন্টের অনুলিপি প্রেরণ করবেন। নতুন প্রাপ্ত তহবিলের ক্ষেত্রে বিতরণকৃত অর্থের ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট সমন্বয় ভাউচার হিসেবে গণ্য হবে।

১৮.৩. সুফলভোগীদের প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদাভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

১৯. সার্ভিস চার্জের অর্থ ব্যবস্থাপনা

১৯.১. পরিচালনা ব্যয় বাবদ আদায়কৃত ৫% সার্ভিস চার্জের ২% অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে খোলা সঞ্চয়ী হিসাব **মৎস্য ঋণ তহবিল-সার্ভিস চার্জ**-তে জমা রাখতে হবে।

১৯.২. উক্ত ২% সার্ভিস চার্জের অর্থ নিম্নোক্ত খাতে ব্যয় করা যাবে ঃ

১৯.২.১. সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহ;

১৯.২.২. ব্যাংক চার্জ (যদি থাকে) মিটানো, সার্টিফিকেট মামলা ব্যায়।

১৯.২.৩. ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত নথি, রেজিষ্টার, খতিয়ান বহি, ইত্যাদি ক্রয়;

১৯.২.৪. উপজেলা মৎস্য ঋণ কমিটি এবং জেলা মৎস্য ঋণ পরিবীণ ও সমন্বয় কমিটির সভার পরিচালন ব্যয়।

২০. কর্মসূচি পরিচালনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মৎস্য ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত কমিটি সমূহ এবং ক্রেডিট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সেলের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

২০.১. ২০.১. মৎস্য ঋণ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি

মৎস্য ঋণ কর্মসূচির তহবিল ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে।

ক) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রধান উপদেষ্টা
খ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
গ) যুগ্ম-সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
ঘ) যুগ্ম-সচিব (প্রাণিসম্পদ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
ঙ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	- সদস্য
চ) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	- সদস্য
ছ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	- সদস্য
জ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	- সদস্য
ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)	- সদস্য

কার্য পরিধি ঃ

* মৎস্য ঋণ কর্মসূচির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
* মৎস্য খাতে ঋণ কর্মসূচি সূচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদপে গ্রহণ;
* ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা প্রদান।

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটি বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে।

২০.২. জেলা মৎস্য ঋণ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কমিটি

ক) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
খ) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য
গ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	- সদস্য
ঘ) উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	- সদস্য
ঙ) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
চ) লিড ব্যাংকের প্রতিনিধি (এসপিও পদমর্যাদার নিচে নয়)	- সদস্য
ছ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	- সদস্য
জ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

কার্যপরিধি ঃ

* ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
* স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ ;
* উপজেলা কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
* ঋণ কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটি বছরে ন্যূনতম ২ বার সভায় মিলিত হবে।

২০.৩. উপজেলা মৎস্য ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

ক) মাননীয় সংসদ সদস্য	প্রধান উপদেষ্টা
খ) উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ	- উপদেষ্টা
গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
ঘ) উপজেলা কৃষি অফিসার	- সদস্য
ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	- সদস্য
চ) উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	- সদস্য
ছ) উপজেলা সমবায় অফিসার	- সদস্য
জ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকগণ	- সদস্য
ঝ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	- সদস্য
ঞ) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার	- সদস্য সচিব

কার্যপরিধি ঃ

* উপজেলা পর্যায়ের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
* ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ;
* সুফলভোগী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ঋণের মূলধন ও সার্ভিস চার্জ আদায়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
* ঋণ কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে জেলা কমিটির সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

কমিটি বছরে ন্যূনতম ৩ বার সভায় মিলিত হবে।

২০.৪. অধিদপ্তর পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সেল

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)-কে প্রধান করে একটি সেল গঠন করবেন।

কার্যপরিধি ঃ

- মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিত এবং নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঋণ বিতরণ ও আদায়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ।
- কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতির একীভূত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ।

২১. সংরক্ষিতব্য রেজিষ্টারসমূহ

২১.১. উপজেলা মৎস্য দপ্তর

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার তার অফিসে নিম্নোক্ত রেজিষ্টারসমূহ সংরক্ষণ করবেন (রেজিষ্টার সমূহের নমুনা মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য ঋণ শাখা হতে সরবরাহ করা হবে)।

ক) উপজেলা মৎস্য ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সভার রেজুলেশন রেজিস্টার

খ) ঋণ অনুমোদন ও বরাদ্দ রেজিষ্টার (ঋণ গ্রহীতার ছবিসহ)

গ) ঋণ বিতরণ ও আদায় খতিয়ান বই

ঘ) সার্ভিস চার্জ আদায় ও ব্যয়ের খতিয়ান বই

ঙ) প্রশিক্ষণ রেজিস্টার

চ) ব্যাংক স্টেটমেন্ট/চেক বহি রেজিষ্টার

ছ) পরিদর্শন রেজিষ্টার।

২১.২. সুফলভোগীগ্রুপ/ সুফলভোগীর ব্যবহারের জন্য রেজিষ্টারসমূহ

সুফলভোগী ব্যক্তি বা দলসমূহ নিজের কাছে/ অফিসে স্কীমের নিম্নোক্ত রেজিষ্টারসমূহ সংরক্ষণ করবে।

ক) পুকুর/ মৎস্যচাষের রেকর্ড বই

খ) আয়-ব্যয়ের খতিয়ান বই

গ) সুফলভোগীগ্রুপ-এর সভার রেজুলেশন বই

ঘ) পরিদর্শন রেজিষ্টার।

২২.ঋণ আদায়

মৎস্য ঋণ কর্মসূচি সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচির অংশ বিশেষ। তাই এ ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা মৎস্য ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। অনাদায়ী ঋণ আদায়ে প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়ের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে এবং তা নিয়মিত তদারক করতে হবে।

২৩.পরিবর্তনশীলতা

সরকার সময় সময়ে প্রয়োজন অনুসারে এই নির্দেশিকা অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন,পরিমার্জন এবং নীতিতে সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে। এই নির্দেশিকাটি ২০০৪ এ প্রণীত নির্দেশিকার আরও পরির্তন, পরিমার্জন এবং সময়োপযোগী করে নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৪.কার্যকারিতা

এ নির্দেশিকা জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে। এই নির্দেশিকা জারীর তারিখ হতে মৎস্য অধিদপ্তর-এর আওতাধীন মৎস্য খাতে ঋণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এই নির্দেশিকার আলোকে সম্পাদিত হবে। এই কার্য নির্দেশিকাকে মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কার্যনির্দেশিকা-২০১১ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২৫. সংজ্ঞা সমূহ

২৫.১. ক্ষুদ্রঋণঃ এই কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদত্ত ঋণকে বুঝাবে।

২৫.২. প্যাকেজঃ প্যাকেজ বলতে এ কার্যনির্দেশিকার আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ড যেমনঃ–কার্প মিশ্র চাষ, কৈ শিং মাগুর মাছের চাষ, গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ।

২৫.৩. সার্ভিস চাজ ঃ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে এ কর্মসূচীর আওতায় প্রদত্ত ঋণের উপর নিদিষ্ট হারে আদায়কৃত সেবা চার্জকে বুঝাবে।

২৫.৪. ক্ষুদ্রঋণ পরিকল্পনা সংস্থাঃ ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী সংস্থা বলতে মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে বুঝাবে।

পরিশিষ্টসমূহ

ক) আবেদনপত্রের নমুনা ফরম ঃ সুফলভোগীগণ নিম্নবর্ণিত ফরমে ঋণের জন্য আবেদন করবেন।

☐ (চিহ্নিত স্থানে √ টিক চিহ্ন দিন)

১.	আবেদনকারীর নাম	ঃ	জাতীয় পরিচয় পত্রের ক্রমিক নং
২.	পিতার নাম	ঃ	
৩.	মাতার নাম	ঃ	
৪.	ঠিকানা ভোটার আইডি নং-	ঃ	
৫.	ঋণের প্রকারভেদ	ঃ	☐ একক ☐ গ্রুপভিত্তিক
৬.	আবেদনকৃত অর্থের পরিমাণ	ঃ	
৭.	মৎস্যচাষের অভিজ্ঞতা আছে কিনা (থাকলে সনদপত্রের ফটোকপি দিতে হবে)	ঃ	☐ হ্যাঁ ☐ না
৮.	স্কীমের নাম	ঃ	
৯.	স্কীমের অবস্থান	ঃ	
১০.	স্কীমের বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
১১.	ক) আরম্ভের সম্ভাব্য তারিখ	ঃ	
	খ) সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	ঃ	
১২.	জলাশয়ের আয়তন, বিবরণ,	ঃ	

	ইজারা দলিল ইত্যাদির বিবরণ		
১১২.২.	মৎস্যচাষ ও অন্যান্য প্যাকেজের বিবরণ	ঃ	
১১২.৩.	প্রকল্প ছকপূরণ করা হয়েছে কি-না	ঃ	
১৪.	৩ (তিন) বছরের সম্ভাব্য উৎপাদন/আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন সুফলভোগীর/দলের ব্যাংক একাউন্ট নম্বরঃ মোবাইল নং (যদি থাকে)	ঃ	
১৫.	সুফলভোগী/সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ঃ	১। ২। ৩।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অফিসে ব্যবহারের জন্য

জনাব...,
পিতা...এর মৎস্য..........................
খাতে.............(...) টাকা ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা হলো।

সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও	ও
সদস্য-সচিব	সভাপতি
উপজেলা মৎস্য ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি	উপজেলা মৎস্য ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

খ) প্রকল্প প্রণয়ন ছক ঃ উপজেলা অফিসে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প প্রণয়ন ছক সংরক্ষণ করতে হবে।

১. স্কীমের নাম :
২. স্কীমের অবস্থান :
৩. স্কীমের বাস্তবায়ন কাল :
ক) আরম্ভের তারিখ :
খ) সমাপ্তির তারিখ :
৪. স্কীমের যৌক্তিকতা ও সংপ্তি বিবরণ :
৫. স্কীমে অন্তর্ভূক্ত জলাশয়ের আয়তন, জলাশয়ের বিবরণ, ইজারা দলিল ইত্যাদির তথ্য :

৬. মৎস্য চাষ ও অন্যান্য প্যাকেজের বিবরণ :

৭. মৎস্য চাষ, জলাশয় সংস্কার/নির্মাণ এবং উৎপাদন সামগ্রী বাবদ আইটেম ভিত্তিক খরচের প্রাক্কলন এবং অর্থ খরচের তফসিল :

৮. ৩ (তিন) বছরের সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন :

৯. সুফলভোগী/সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা :

১০. সুফলভোগী/সুফলভোগীদের অঙ্গীকারনামা :

১১. সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার মন্তব্য/সুপারিশ :

গ) প্রকল্প প্রাক্কলনের নমুনা ঃ প্রকল্পের প্রাক্কলন নিম্নবর্ণিত ছকে তৈরি করতে হবে।

কার্প মিশ্রচাষ প্যাকেজ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ০১(এক) একর জলাশয়ের জন্য প্রাক্কলনের নমুনা (অন্যান্য প্যাকেজ প্রযুক্তির আওতায় প্রাক্কলন তৈরির ক্ষেত্রেও এ ছক অনুসরণ করতে হবে।

ক্রকিম নং	খরচের খাত	মৎস্যচাষী কর্তৃক প্রদেয়	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয়	মোট
১	স্বল্পসংস্কারযোগ্য জলাশয় সংস্কার/উন্নয়ন অথবা ১ (এক) বছরের ইজারামূল্য			
২	চুন			
৩	ইউরিয়া			
৪	টিএসপি			
৫	পোনা			
৬	খাদ্য			
৭	জাল টানা বাবদ			
৮	বিবিধ (সাইনবোর্ড তৈরি, ওষুধ, বালতি, মগ, চারি, ফিডিং ট্রে ইত্যাদি)			
	মোট ঃ			

ঘ) অঙ্গীকার নামা/ চুক্তিনামার নমুনা ছক ঃ সুফলভোগীদের সাথে নিম্নবর্ণিত ছকে মৎস্য ঋণ কর্মসূচির অঙ্গীকারনামা/চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।

এই চুক্তি নামা অদ্য ....তারিখে নিম্নবর্ণিত দুই পরে মধ্যে সম্পাদিত হইল।

১ম পক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা / উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,

উপজেলা ঃ , জেলা ঃ

এবং

২য় পক্ষ, সুফলভোগী/সুফলভোগী দলের দলনেতা

আইডি নং-

জনাব..,পিতাঃ–...

গ্রামঃ..,ইউনিয়নঃ...,

ডাকঘরঃ.......................................,উপজেলাঃ- ....,

জেলাঃ- .... ।

যেহেতু, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মৎস্যঋণ কর্মসূচি অনুমোদনক্রমে কিছু প্যাকেজ প্রযুক্তির গ্রহণের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে আয় বর্ধনমূলক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংস্থানকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে।

যেহেতু ২য় পক্ষ --------------- ইজারাভূক্ত/ব্যবহার অধিকারভূক্ত নিম্নবর্ণিত শিরোনামে/স্থানে একটি মৎস্য চাষ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন

প্রকল্পের নাম :

অবস্থান :

যেহেতু উপরোক্ত প্রকল্পে মৎস্য চাষের নিমিত্তে ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত শর্তে অঙ্গীকারনামা/চুক্তিনামা সম্পাদিত করবেন :

শর্তবলী :

১। ঋণ গ্রহীতা উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২। গ্রুপের নিকট উন্নয়নের নিমিত্তে প্রস্তাবিত জলাশয়ের মধ্য মেয়াদী বৈধ ইজারা থাকতে হবে।

৩। গ্রুপের ক্ষেত্রে সদস্যভূক্ত সুবিধাভোগীদের একটি তালিকা সরবরাহ করতে হবে।

৪। প্রকল্পে সংস্থানকৃত বিভিন্ন আইটেমে জলাশয়ের সংস্কার ও উৎপাদন সামগ্রী বাবদ খরচ ঋণ হিসেবে গ্রুপকে প্রদান করা হবে।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে প্রকল্প কমিটির সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর অর্থ বিতরণের তারিখ হতে প্রকল্প কার্যকাল শুরু হবে

৭। উৎপাদন সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি প্রকল্প কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলণ অনুযায়ী হতে হবে।

৮। প্রকল্পের জন্য গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রতি গ্রুপের দলনেতা ও সদস্য-সচিবের একটি যৌথ সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে যার মাধ্যমে প্রকল্পে ব্যয় ও অর্থ সঞ্চয় পরিচালনা করা হবে কিন্ত একক নামে ঋণের ক্ষেত্রে একক নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৯। গ্রুপের যথাযথ হিসাব বহি থাকতে হবে যা প্রকল্প কমিটি, মৎস্য অধিদপ্তর ও বহিঃ নিরীণযোগ্য হবে।

১০। গ্রুপের ক্ষেত্রে সুফলভোগীদের খরচের সকল চেক সুফলভোগীদের দলনেতা ও সদস্য সচিব কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত এবং একক নামে ঋণের ক্ষেত্রে একক স্বারিত হতে হবে।

১১। প্রতিটি গ্রুপ তাদের দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন (গ্রুপের ক্ষেত্রে)।

১২। সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অনুমোদিত প্রাক্কলন মোতাবেক উৎপাদন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সুফলভোগী গ্রুপের ব্যাংক হিসাবে প্রচলিত নিয়মে একাউন্ট পেয়ি (Account Payee) চেকের মাধ্যমে স্থানান্তর করবেন।

১৩। ঋণ বিতরণের ১২ (বার)মাস পর হতে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর ৬ (ছয়)টি সমান কিস্তিতে সমুদয় ঋণের টাকা পরিশোধ করবেন।

১৪। ঋণের মূল অর্থ ও পরিচালনা ব্যয় বাবদ প্রদত্ত ঋণের বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে।

১৫। ঋণ গ্রহীতাগণ আদায়যোগ্য ঋণের টাকা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ১ (এক) কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতাগণ আনুপাতিক হারে সার্ভিস চার্জ রেয়াত পাবে।

১৬। কারিগরী, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে সুফলভোগী দলের ভিতরে সৃষ্ট মতানৈক্যর ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রকল্প কমিটি কর্তৃক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং উপজেলা ঋণ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৭। ১ম বৎসরে জলাশয় সংস্কার এবং উৎপাদন সামগ্রী বাবদ বিনিয়োগ ব্যয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১ম পক্ষ ঋণ হিসেবে প্রদান করবে। প্রকল্প চালু হওয়ার পর ২য় বৎসর থেকে গ্রুপ যাবতীয় ব্যয় উৎপাদন আয় হতে বহণ করবে।

১৮। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে জলাশয়ে সমন্বিত মাছচাষ/সবজি কিংবা পশুপাখি পালনে উৎপাদন সামগ্রী সুফলভোগীগণ ও মৎস্য অধিদপ্তর সমঝোতার ভিত্তিতে করবেন।

১৯। উপকারভোগী গ্রুপ নিজ শ্রমে পুকুর/বিলে/প্লাবনভূমিতে উৎপাদন সামগ্রী প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০। পুকুর/জলাশয় পাহারা, পরিষ্কার রাখা, কোন প্রকার প্রতিরোধযোগ্য দুর্যোগ/তির হাত হতে উৎপাদিত মাছ, পশু-পাখি ও শাক-সবজি রার সমস্ত ব্যবস্থা ২য় পক্ষ গ্রহণ করবে এবং এ জাতীয় কোন অবহেলায় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্পের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হলে সে জন্য সুফলভোগীগণ দায়ী থাকবেন এবং ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

২১। সুফলভোগী গ্রুপ চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্পের দ্বিতীয় বৎসর হতে প্রকল্পের পরিচালনা ব্যয় অব্যাহত রাখবেন, অন্যথায় প্রকল্প হতে প্রদেয় ঋণের বিনিয়োগ ব্যয়ের সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করতে গ্রুপ বাধ্য থাকবে।

২২। সংযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব এই চুক্তির অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

২৩। ২য় পক্ষ এই অঙ্গীকার নামা/চুক্তিপত্রের যে কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তাহার বিরুদ্ধে অনাদায়ী ঋণ আদায়ে প্রয়োজনে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের সহ চুক্তি ভংগের কারণে ফৌজদারী আইন মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৪। উপজেলা ঋণ কমিটি অথবা উর্দ্ধতন কর্তৃপরে অনুমোদন নিয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হলে এই অঙ্গীকার নামা/চুক্তিনামা সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে।

২৫। উপজেলা ক্ষুদ্র ঋণ কমিটি প্রয়োজনবোধে সভাপতি/সুফলভোগী সদস্যদের গ্রুপ থেকে বাদ দেয়া/অন্তর্ভূক্তির মতা সংরক্ষণ করেন।

২৬। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন মতানৈক্যের কারণে যৌথ হিসাবে জমাকৃত অর্থ মৎস্য কর্মকর্তার হিসাব খাতে ফেরৎ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার একক স্বাক্ষরে ঋণের অর্থ ফেরত আনা যাবে।

২৭। সময় সময় মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধির (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা) স্বাক্ষর

সুফলভোগী/সুফলভোগী গ্রুপের সকল সদস্যদের স্বাক্ষর ও ঠিকানা

১। প্রধান স্বাক্ষী ও প্রত্যয়নকারী :
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর

২। অন্যান্য স্বাক্ষী :

পরিশিষ্ট - চ

অঙ্গীকারনামা/ডিমান্ড প্রমিসরী নোট

নম্বর তারিখঃ–

টাকা..

গৃহীত মূল্যের জন্য আমি প্রদত্ত সকল নীতিমালা অনুসরণে বাধ্য থাকিব। উক্ত নীতিমালা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে উপজেলা মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি, উপজেলা...

জেলা............................বা ইহার নির্দিষ্ট প্রতিনিধি কর্তৃক চাহিবা মাত্র টাকা.......................... কথায়..........................., এবং ইহার ওপর ....তারিখ হইতে বার্ষিক শতকরা সার্ভিস চার্জ সহ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিতেছি।

১২ টাকার রাজস্ব ডাক টিকিট

স্বাক্ষর...

নাম...

পিতা/স্বামীর নাম...

মাতার নাম..

ঠিকানা...

....

....

....।